

া মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৮৮০

পর্ব-১৯: জিহাদ (كتاب الجهاد)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - যুদ্ধাস্ত্রের প্রস্তুতিকরণ

আরবী

وَعَن عُتبةَ بن عبد السُّلميِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَقُصنُوا نَوَاصِيهَا نَوَاصِيهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُها وَنَوَاصِيهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيْلِ وَلَا مَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

বাংলা

৩৮৮০-[২০] 'উতবাহ্ ইবনু 'আব্দুস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ঘোড়ার কপালের ও ঘাড়ের চুল এবং লেজের চুল কেটো না। কেননা লেজ হলো তার পাখা এবং ঘাড়ের চুল হলো উষ্ণতা রক্ষার উপকরণ, আর তার কপালের চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (আবূ দাউদ)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ: আবূ দাউদ ২৫৪২, আহমাদ ১৭৬৪৩, য'ঈফ আল জামি' ৬২৫৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮০৪। কারণ এর সানাদটি মুযত্বরাব।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (نَوَاصِیَ الْخَیْل) ঘোড়ার কপালের লোমকে বলা হয় الْخَیْل) আর ঘাড়ের লোমকে বলা হয় (أَذْنَابَهَا) আর ঘাড়ের লোমকে বলা হয় (أَدْنَابَهَا) আর ঘাড়ের লোমকে বলা হয় (أَدْنَابَهَا) আর ঘাড়ের লোজ তার পাখা, যা দ্বারা সে পোকা মাকড়, মাশা-মাছি তাড়ায়। অর্থাৎ মানুষ যেমন পাখা দ্বারা বাতাস করে এবং তা দ্বারা কোনো কিছু তাড়ায়, অনুরূপ ঘোড়া তার লেজ দ্বারা তার ওপর পতিত পোকা-মাকড় মশা-মাছি তাড়ায়।

(وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا) খাড়ের ঝুটি তার কাপড় যা দ্বারা সে তাপ ও শীত নিবারণ করে। মানুষ যেমন রোদ্রের তাপ থেকে বাঁচার জন্য মাথার উপর ছাতা অথবা কাপড় ব্যবহার করে এবং শীত নিবারণের জন্য জামা কাপড় পরিধান



করে ঘোড়ার কাঁধের ঝুটিও তেমন গরম ও শীত নিবারণের জন্য সহায়ক। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কাটতে বারণ করেছেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৭ম খন্ড, পৃঃ ৪০১; 'আওনুল মা'বূদ ৫ম খন্ড, হাঃ২৫৩৯)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন